রোভার স্কাউট

রোভার স্কাউটস হল বয় স্কাউটিংয়ের একটি শাখা যা বয়স্ক তরুণদের জন্য। রোভার স্কাউটিংয়ের লক্ষ্য হল তরুণদের দায়িত্বশীল নাগরিক হতে সাহায্য করা, নেতৃত্বের দক্ষতা বিকাশ করা এবং তাদের সম্প্রদায়ের সেবা করা। রোভার স্কাউট- যে সকল তরুণ-তরুণী কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে অথবা যাদের বয়স ১৭ বা তার চেয়ে বেশী কিন্তু ২৫ বছরের কম তাদের রোভার স্কাউট বলে।রোভারিং হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ, দক্ষতা ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়ন ও সেবার লক্ষ্যে আজীবন আত্মনিয়োগ।

১৯১৮ সালে ইউনাইটেড কিংডমের বয় স্কাউটস সমিতি দ্বারা রোভার্সের উদ্ভব হয়েছিল বয় স্কাউটের বয়সসীমার বাইরে বেড়ে ওঠা যুবকদের জন্য একটি প্রোগ্রাম সরবরাহ করার জন্য। এটি অন্যান্য অনেক স্কাউটিং সংস্থা দ্বারা গৃহীত হয়েছিল।

যুক্তরাজ্যের দ্য স্কাউট অ্যাসোসিয়েশন সহ অনেক স্কাউটিং সংস্থা আর রোভার প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত করে না। কেউ কেউ এটিকে অন্যান্য প্রোগ্রামের সাথে প্রতিস্থাপন করেছে যখন অন্যরা, ঐতিহ্যবাহী স্কাউটিং সংস্থাগুলি সহ, মূল প্রোগ্রামটি বজায় রাখে। ব্যাডেন-পাওয়েল পুরস্কার এখনও অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড , দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, পাকিস্তান, হংকং এবং সিঙ্গাপুর সহ বেশ কয়েকটি দেশে এবং রোভার স্কাউটিংকে ধরে রেখেছে এমন বেশ কয়েকটি ঐতিহ্যবাহী স্কাউটিং অ্যাসোসিয়েশনের জন্য রোভার অ্যাওয়ার্ড স্কিম গঠন করে।

উৎপত্তি

রোভার প্রোগ্রামের প্রতিষ্ঠিত হয় দুটি ভিন্ন প্রক্রিয়া মাধ্যমে । প্রথমটি যুক্তরাজ্যের বয় স্কাউটদের লক্ষ্য করে যাদের বয়স ছিল ১৫ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে, তাকে "সিনিয়র স্কাউটস" বলা হয় যার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে চালু করা হয়েছিল। এটি দ্রুত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে যুদ্ধের সময় পর্যাপ্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ নেতারা উপলব্ধ ছিল না, এবং সিনিয়র স্কাউটস প্রোগ্রামটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কয়েক দশক আগে ছিল। দ্বিতীয় স্কিমটি ছিল 'ব্যাটলফিল্ড স্কাউট হাট' সিরিজ যা পশ্চিম রণাঙ্গন পিছনের অঞ্চলে ব্রিটিশ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সৈন্যদের বিনোদনের জন্য দেওয়া হয়েছিল। এর সাথে সম্পর্কিত ছিল সেন্ট জর্জ'স স্কাউট ক্লাব ফর সার্ভিসম্যান, যেটি "চাচা" এইচ জিওফ্রে এলওয়েসের নেতৃত্বে কোলচেস্টারের ইংরেজ গ্যারিসন শহরে পরিচালিত হয়েছিল। এই প্রকল্পগুলি থেকে, এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে একটি স্কাউটিং-সম্পর্কিত প্রোগ্রামের প্রয়োজন ছিল যা যুবকদের জন্য সরবরাহ করে, যাদের মধ্যে অনেকেই শীঘ্রই যুদ্ধ থেকে ফিরে আসবে।

"রোভার স্কাউটস" শব্দটির প্রথম উল্লেখ করেছিলেন স্যার রবার্ট ব্যাডেন-পাওয়েল ১৯১৮ সালের আগস্টে *বয় স্কাউটস হেডকোয়ার্টার গেজেটে*। ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বরে " *রোভার স্কাউটের জন্য নিয়ম*" পুস্তিকাটি জারি করা হয়েছিল এবং ১৯১৯ সালের নভেম্বরের মধ্যে স্কিমটি সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ব্যাডেন-পাওয়েল নতুন একটি নিজ হাতে বই লেখা শুরু করেন পরে তা তিনি ১৯২২ সালে *রোভারিং টু সাকসেস* নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। এটিতে একটি সুখী প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের জন্য ব্যাডেন-পাওয়েলের দর্শনের পাশাপাশি রোভার স্কাউটরা নিজেদের জন্য সংগঠিত করতে পারে এমন কার্যকলাপের জন্য ধারণাগুলি অন্তর্ভুক্ত করে। এটি অন্যান্য অনেক ভাষায় অনূদিত হয়েছিল এবং আজও ইংরেজিতে মুদ্রিত রয়ে গেছে, সেইসাথে অনলাইন সংস্করণেও পাওয়া যাচ্ছে।

রোভারিং ১৯১৮ সালে ব্রিটেনে এর সূচনা হওয়ার পরে অন্যান্য অনেক দেশে ছড়িয়ে পড়ে, যদিও এটি স্কাউট অ্যাসোসিয়েশনে আর বিদ্যমান নেই। আজ, রোভার বিভাগটি অনেক ইউরোপীয় দেশে, কমনওয়েলথ অফ নেশনস -এর বেশিরভাগ সদস্য দেশগুলিতে (যেমন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর এবং হংকং) স্কাউটিং সংস্থাগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হিসাবে রয়ে গেছে। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং অন্যান্য অনেক দেশে যেমন আয়ারল্যান্ড, জাপান, চীন প্রজাতন্ত্র / তাইওয়ান, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড এবং কোরিয়া ।

নিউজিল্যান্ড রোভার্স, বিশেষ করে, প্রতি বছর ইস্টার ছুটির সপ্তাহান্তে একটি ন্যাশনাল মুট আয়োজন করে যেখানে আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণকারীদের সর্বদা খোলাখুলিভাবে স্বাগত জানানো হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও সৈন্যদের মধ্যে রোভার স্কাউটিং অব্যাহত ছিল, এমনকি যুদ্ধবন্দি (POW) ক্যাম্পেও। চাঙ্গিতে (সিঙ্গাপুর) রোভার ক্রুর কিছু নিদর্শন, ক্রু পতাকা সহ, সংরক্ষিত হয়েছে; সেগুলি এখন অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়ায় স্কাউটস অস্ট্রেলিয়ার স্কাউট হেরিটেজ সেন্টার দ্বারা ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও ক্যানবেরার অস্ট্রেলিয়ান ওয়ার মেমোরিয়ালে চাঙ্গি প্রদর্শনীতে চাঙ্গি রোভার ক্রু থেকে একটি অলঙ্কৃত ইনভেস্টিচার সার্টিফিকেট রয়েছে।

পাংশা সরকারি কলেজের রোভার স্কাউটের কার্যক্রম

গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি
শিক্ষক পরিষদ
পাংশা সরকারি কলেজ
গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি
অধ্যক্ষ
পাংশা সরকারি কলেজ